E . Learning
Moule -3
Name : Subhash Chandra Mondal.
Designation : Asst. Professor.(Dept. of History)

বিষয় : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বাংলা ও পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ।
অথবা, বিশ শতকের তিরিশের দশকের বিপ্লবী আন্দোলন।

বাংলা ও পাঞ্জাবে সংঘটিত বৈপ্লবিক কার্যকলাপ :

ভূমিকা :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই বৈপ্লবিক আন্দোলনে ভাটা পড়েছিল। পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধি পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন চলাকালেও বৈপ্লবিক আন্দোলন স্থিমিত ছিল। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার পর পুনরায় সশস্ত্র বৈপ্লকি আন্দোলন শুরু হয়।

বৈপ্লবিক আন্দোলনের পুনরাম্ভ :

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে 'লাল বাংলা ' নামে একটি প্রচারপত্র বিলির মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল পুলিশ কর্মচারীদের হত্যা ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের পূরার্ভিভাবের কথা ঘোষণা করা হয়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরের গোপীনাথ সাহা কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে ভুল করে আরনেস্ট ডে নামে এক ইংরেজ কর্মচারীকে হত্যা করেন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে গোয়েন্দা পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারী রায়বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হত্যা করেন প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী। ১৯২৫ ও ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে পুলিশ কয়েকটি বোমা তৈরির কারখানা আবিষ্কার করেন যথাক্রমে ৮৭ ও ৪০ জন বিপ্লবীদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়।

(১) চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন :

এই পর্যায়ের সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন । সূর্য সেনের প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি' ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ঠিক হয় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই এইপ্রল রাতে চট্টগ্রামে আস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা হবে। নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা হয়, টেলিফোন এক্সচেঞ্জের যন্ত্রপাতি নষ্ট করে, রেললাইন উপড়ে দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিছিন্ন করে দেওয়া হয়। সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে বিপ্লবী সরকার গঠন করা হয়। এর বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নিলে ২২ শে এপ্রিল ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে তাঁদের তুমুল সংঘর্ষ হয়। প্রবল যুদ্ধের পর ইংরেজ সৈন্য ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ইংরেজদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রথম দৃষ্টান্ত ছিল জালালাবাদের যুদ্ধ।

(২) বিনয়-বাদল- দীনেশ :

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন বাংলার বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করে তোলে। 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' এ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এই দলের তিন তরুণ সদস্য বিনয় বসু,বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং -এ এক দুঃসাহসিখ অভিযান চালান (৮ই ডিসেম্বর ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে)। তাঁরা রাইটার্স বিল্ডিং এ প্রবেশ করে কারা বিভাগের অধিকর্তা ইন্সপেক্টার জেনারেল সিম্পসন ও অন্য একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ক্রেগকে হত্যা করে। এর পর রাইটার্সের অলিন্দে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের এক অসম লড়াই শুরু হয় যা পরিচিত অলিন্দ যুদ্ধ নামে। পালানো অসম্ভব বুঝে তিনজনেই আত্মহত্যার চেষ্টা করে। বাদল মারা যায়, বিনয় হাসপাতালে মারা যায় এবং দীনেশকে ফাঁসি দেওয়া হয় (৭ই জুলাই, ১৯৩১)

(৩) কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা :

বৈপ্লবিক আন্দোলন শুধু মাত্র বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানেও সশস্ত্র বৈপ্লবিক তৎপরতা দেখা দেয়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উত্তরপ্রদেশের গড়ে তোলেন 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি বিপ্লবী সমিতি। বিপ্লবের কাজে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই দল রাজনৈতিক ডাকাতির পথ গ্রহণ করে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ই আগস্ট এই সমিতির বিপ্লবীরা কাকোরি স্টেশনে

দুঃসাহসিক ট্রেন ডাকাতি করে সরকারের বিপুর অর্থ লুঠ করে। সরকার ৪৪জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে শুধু করে কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা। বিচারে রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা, রোশন সিং , রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ি এই চারজনের ফাঁসি হয় (ডিসেম্বর, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ)। পাঁচজনের যাবজ্জীবন দীপান্তর ও ১১ জনের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

(৪) ভগৎ সিং :

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান সদস্যরা চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি নতুন বিপ্লবী সমিতি গড়ে তোলেন। এই সমিতির সদস্য ভগৎ সিং ওই বছরের ১৭ই ডিসেম্বর লাহোরের সহকারি পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট স্যান্ডার্সকে হত্যা করেন।

(৫) লাহোর ষণযন্ত্র মামলা :

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ই এপ্রিল ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত কেন্দ্রীয় আইনসভার অধিবেশন চলাকালীন আইনসভায় প্রবেশ করে বোমা নিক্ষেপ করেন ও প্রচারপত্র বিলি করেন। তাঁরা জন-নিরাপত্তা বিল ও শিল্প বিরোধ বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আইনসভায় এই বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন। তাঁরাই প্রথম ভারতে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' (বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক) ধ্বনি তুলেছিলেন। তাঁরা ধরা পড়ে ও লাহোরে একটি গোপন বোমা তৈরির কারখানা পুলিশ সন্ধান পেলে এই মামলায় বন্দি বিপ্লবীরা পুলিশি দুর্ব্যবহাত্র ও অন্যান্য দাবিতে জেলের মধ্যে অনশন শুরু করেন। ৬৪ দিন অনশনের পর যতীন দাস মৃতুমুখে পতিত হন (১৩ ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯) । এই মামলার রায়ে ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয় (৭ই আক্টোবর ১৯৩০ খ্রিঃ), ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে মার্চ তাঁদের ফাঁসি দেওয়া হয়।

(৬) অন্যান্য বৈপ্লবিক কার্যকলাপ :

(ক) ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেটকে শান্তি ঘোষ ও দুনীতি চৌধুরী নামে দুজন স্কুলছাত্রী গুলি করে হত্যা করেন।

(খ) মেদিনীপুরে বিপ্লবীদের গুলিতে পর পর তিনবছরে তিনজন জেলাশাসক নিহত হন (১৯৩১-১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ)। এরা হলেন পেডি, ডগলাস ও বার্জ। তাদের হত্যা করেন যথাক্রমে বিমল দাশগুপ্ত, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, অনাথবন্ধু পাঁজা ও মৃগেন দত্ত।

(গ) ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে চন্দ্রশেখর আজাদ ও যশপাল বোমা মেরে বড়োলাট লর্ড আরউইন যে ট্রেনে যাচ্ছিলেন তা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। শেষে আজাদ ধরা পড়ে ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁর মৃতু হয়।

(ঘ) ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ১০ই মার্চ লণ্ডনে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের নায়ক কুখ্যাত ও ডায়ারকে হত্যা করেন উধম সিং।

উপসংহার:

সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন না হলেও এই আন্দোলন ভারতের জাতীয় আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বিপ্লবীদের সাহসিকাত দেশপ্রেম সাধারণ মানুষকে দেশাত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল।